যুগান্তর

MAY 07 2002

৪

ছাত্রদল-শিবির বন্দুকযুদ্ধ : চট্টগ্রাম বিআইটি বন্ধ ঘোষণা

চট্টগ্রাম ব্যুরো

আধিপত্য বিস্তারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রাম বিআইটি'তে সোমবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত দফায় দফায় ছাত্রদলের সঙ্গে ইসলামী ছাত্রশিবির কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ ও বন্দুকযুদ্ধ হয়েছে। উভয়পক্ষ প্রায় অর্ধশত রাউন্ড গুলি বিনিময় করে। সংঘর্ষে ৭ জন আহত হয়। এদের মধ্যে ৩ জন গুলিবিদ্ধ। তাদের চট্টগ্রামে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয়েছে বলে জানা যায়। অবস্থার অবনতির প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য বিআইটি বন্ধ ঘোষণা করেছেন এবং ছাত্রদের

বিআইটি : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ৬

চট্টগ্রাম বিআইটিতে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের [illegible]

বিআইটি : বন্ধ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হল ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ রাখতে ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়; তবে ঘটনার পরপরই পুলিশ হলগুলোতে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান চালালেও কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। কর্তৃপক্ষ এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে।

প্রত্যক্ষদর্শী এবং পুলিশ জানায়, জেলা সদর থেকে ২০ কিমি. দূরে রাউজান এবং রাঙ্গুনিয়ার সীমান্তবর্তী স্থানে চট্টগ্রাম- কাপ্তাই সড়কের পাশে বিআইটি ক্যাম্পাসে গত কয়েক মাস ধরে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে এ দুই সংগঠনের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিল। গত ছাত্র সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সেটি ব্যাপক আকার ধারণ করে। কয়েকদিন আগে ছাত্রদল কর্মীরা শিবিরের একটি দেয়াল পত্রিকা ছিঁড়ে ফেলে। এ নিয়ে উভয় সংগঠনের নেতাদের মধ্যে বাদানুবাদ হয়। রোববার রাতে কে কে হলের অভ্যন্তরে শিবির ক্যাডাররা ছাত্রদল সমর্থক তৃতীয় বর্ষের ছাত্র মিলাদ এবং চতুর্থ বর্ষের ছাত্র মারুফকে মারধর করে। এ নিয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে রাতে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া এবং ব্যাপক বোমাবাজির ঘটনা ঘটে।

সোমবার সকালে শিবির ক্যাডারদের হাতে তৃতীয় বর্ষের ছাত্র জাহাঙ্গীর ও রূপেশ লাঞ্ছিত হওয়ার খবর ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়লে উভয় পক্ষ ক্যাম্পাসে অস্ত্রের মহড়া শুরু করে। উভয় পক্ষের মধ্যে সকাল ১১টার দিকে বন্দুকযুদ্ধ শুরু হয়। উভয় দলের সংঘর্ষে যে তিনজন ছাত্র গুলিবিদ্ধ হয়েছে তাদের দুজন হচ্ছে শাহাবুদ্দিন খালেদ ও শওকত ওসমান ছগির।

হাঙ্গামার সময় উভয় দলের ক্যাডাররা কে কে হল এবং ক্যান্টিনে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে আগে থেকে পুলিশ মোতায়েন থাকলেও তারা ছিল অনেকটা নীরব দর্শকের ভূমিকায়। তাণ্ডব চলাকালে বিআইটি কর্তৃপক্ষ বারবার ফোনে জেলা পুলিশের সাহায্য কামনা করে। জেলা সদর থেকে অতিরিক্ত পুলিশ দল দুপুরে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনলেও পুরো এলাকায় এখন উত্তেজনা বিরাজ করছে।